ঃ এ. এম. ইসলামিক মডেল স্কুল -এর সংবিধান ঃ

- অভিভাবক বা অভিভাবিকাগণ এ. এম. ইসলামিক মডেল স্কুল (**AMIMS**) এর সমস্ত নিয়মাবলী (যা বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত হতে পারে) মানতে বাধ্য থাকবেন ।
- **AMIMS** -এর প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর পিতা-মাতা/ গার্জেনকে অবশ্যই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজী হতে হবে ।
- গার্জেন মিটিং -এ পিতা অথবা মাতা কিংবা পরিবারের কোন একজন প্রতিনিধি কে পাঠাতে হবেই ।
- ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা-পড়া, পরীক্ষা এবং ক্লাস অগ্রগতি বা অবনতি, একই ক্লাসে রেখে দেওয়া, আচার-আচরণ ও তাদের সার্বিক উন্নতি সর্বক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত এবং অভিভাবকগণ তা মানতে বাধ্য থাকবেন ।
- স্কুল ড্রেস (ইউনির্ফম) পরিধান Identity Card সহ না পরলে ছাত্র-ছাত্রী কে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না ।
- প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী ব্যক্তিগত ভাবে তার সমস্ত জিনিস পত্রের যত্ন নিতে বাধ্য থাকবে ।
- ছাত্র-ছাত্রী-রা কোন মোবাইল, ঘড়ি, সোনার জিনিস, ক্যামেরা, টেপ-রেকর্ডার, আইপড, ছুরি, ব্লেড, টাকা পয়সা ইত্যাদি দামী জিনিসপত্র নিয়ে শ্রেণিকক্ষে / হোস্টেল- এ প্রবেশ করতে পারবে না।
- কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল ক্যাম্পাসের বাইরে নিয়ে যাওয়া বা দেখা করা যাবে না । (ব্যতিক্রম ছুটির পর)
- পর পর দুই মাসের বেতন বকেয়া হলে স্কুলের রেজিস্টার থেকে ছাত্র-ছাত্রীর নাম কাটা যাবে । টি. সি. না নিয়ে, যদি কোন ছাত্র-ছাত্রী দীর্ঘ দিন স্কুলে / হোস্টেলে না এলে তার সমস্ত মাসিক ফি প্রদান করতে হবে । সেক্ষেত্রে স্কুল পরিচালকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে ।
- ভর্তির পর কোন ছাত্র-ছাত্রী স্কুলে না এলে তার প্রদত্ত ফি ফেরতযোগ্য নয় ।
- প্রত্যেক মাসে ৭ তারিখের মধ্যে স্কুলের নির্দিষ্ট মাসিক ফি দাখিল করতে হবে । ৭ তারিখের পর দাখিল করলে ৫০ টাকা ও ২০ তারিখের পর করলে ১০০ টাকা ফাইন দিতে হবে ।
- কোন ছাত্র-ছাত্রীকে স্কুল থেকে অন্যত্র ভর্তি করার ইচ্ছা করলে নূন্যতম এক মাস পূর্বে (কারনসহ) দরখাস্ত জমা দিতে হবে এবং অগ্রিম এক মাসের বেতন জমা দিতে হবে ।
- কোন ছাত্র-ছাত্রী সংক্রামক ব্যাধি জনিত কারণে আক্রান্ত হলে সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ার পর ডাক্তারের লিখিত অনুমতি সাপেক্ষে তাকে পুন:রায় স্কুলে যোগদান করতে দেওয়া হবে । সম্পূর্ণ সুস্থ্য হওয়ার পর এক সপ্তাহের মধ্যে স্কুলে যোগদান না করলে তাকে স্কুল থেকে বহিষ্কৃত বলে গন্য হবে । পুন:রায় ভর্তি হতে চাইলে তাকে আবার নতুন ভাবে ভর্তি ফি দিয়ে ভর্তি হতে হবে ।
- বিনা কারনে ছাত্র-ছাত্রীদের যখন-তখন স্কুলে অনুপস্থিতি শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণ হিসাবে বিবেচিত করা হবে এবং তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে ।
- **AMIMS** -এর সমস্ত নিয়ম শৃঙ্খলা ছাত্র-ছাত্রীদের / অভিভাবক বা অভিভাবিকাগণ কঠোর ভাবে মেনে চলতে হবে ।
- ঠিকানা বা ফোন নং পরিবর্তিত হলে অভিভাবকগণ স্কুলে জানাতে বাধ্য থাকবেন ।
- স্কুলের নির্দিষ্ট সময়ে অভিভাবক / অভিভাবিকাগণ, স্কুলের সম্পাদক/প্রিন্সিপাল/হেডমাস্টার/টি.আই.সি/শিক্ষক/শিক্ষিকা-র সঙ্গে দেখা করতে পারবেন ।
- আবাসিক শিক্ষার্থীদের ভর্তির সময় খাট স্কুল থেকে দেওয়া হবে । এছাড়া অন্যান্য ব্যক্তিগত ব্যবহার্য সামগ্রী প্রতিটি শিক্ষার্থীর সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে, যেমন - তোষক, বালিশ, মশারি, বিছানার দুটি চাদর, নরম কাপড়ের নামাজ পাটি, মাঝারি বাক্স, তালা-চাবি, খাবার প্লেট, গ্লাস, দু-সেট সাধারণ প্যান্ট শার্ট, এক সেট সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি-টুপি (ছাত্রদের) বা সালোয়ার-কামিজ-ওড়না, হিজাব, বোরখা (ছাত্রীদের), এক সেট খেলার পোশাক, এক জোড়া হাওয়াই চপ্পল বা স্যান্ডেল, তোয়ালে, তেল, সাবান, টুথপেস্ট, ব্রাশ, শীতের লেপ-কম্বল, ছাতা ইত্যাদি । শিক্ষার্থীদের শর্টস, নাইটি ব্যবহারের অনুমতি নেই ।
- আবাসিক শিক্ষার্থীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করাতে পারেন তার অভিভাবক/অভিভাবিকা বা তাঁর প্রতিনিধি শুধুমাত্র রবিবার (দ্বিতীয় ও চতুর্থ) সকাল ১১ টা থেকে সন্ধ্যা ৬ টার মধ্যে । শিক্ষার্থীর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলা যাবে শুধুমাত্র শুক্রবার (দ্বিতীয় ও চতুর্থ) সকাল ৯:৩০ টা থেকে সন্ধ্যা ৫:৩০ টা পর্যন্ত । অভিভাবক/অভিভাবিকা শিক্ষার্থীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার করতে পারবেন ভিজিটার্স রুমে । হোস্টলে অভিভাবক/অভিভাবিকা দের যাওয়ার অনুমতি থাকছে না । মোবাইল ফোন নিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যাবে না ।
- শুধুমাত্র রান্না করা বাইরের খাবার শিক্ষার্থীকে দেওয়ার অনুমতি থাকছে । এছাড়া অন্য কোন খাবারের প্যাকেট বিশেষ করে ফাস্ট ফুড, জাঙ্ক ফুড, চিপস, চানাচুর, বিস্কুট প্রভুতি এরবারে স্কুলে / হোস্টেলে নিয়ে আসা কঠোরভাবে নিষিধ ।

স্কুলের ড্রেস (ইউনির্ফম)

ছাত্রের ড্রেস

মেরুন, ব্লু, ধূসর মিশ্রিত চেক
ফুল জামা
ধূসর ফুল প্যান্ট
বেল্ট
টাই
কালো জুতো
নীল মোজা
ইসলামিক টুপি (সাদা)
সোয়েটার

ছাত্রীর ড্রেস

মেরুন, ব্লু, ধূসর মিশ্রিত চেক
ফুলহাতা জামা
ধূসর ফুল পায়জামা
হিজাব
কালো জুতো
নীল মোজা
সোয়েটার
কালো বোরখা
(পঞ্চম শ্রেণী থেকে)